বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন

# ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি সম্পাদকের সাক্ষ্য : আবার দুঃখ প্রকাশ

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিংস ঘটনা তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান কারাবন্দি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেনের সাক্ষ্য নিয়েছেন। গতকাল রবিবার কমিশনের সার্কিট হাউজ কার্যালয়ে শিক্ষকদের সাক্ষ্য নেয়া হয়। আজ সোমবার কমিশনে কারাবন্দি অপর দুই শিক্ষক ও ছাত্রনেতা সাক্ষ্য দিবেন। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে কমিশন প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান সাংবাদিকদের বলেন, সেনাবাহিনীর আত্মমর্যাদায় আঘাতের জন্য অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন পুনরায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি ৩০ সেপ্টেম্বর আদালত প্রাঙ্গণে প্রদত্ত বক্তব্যে অটল রয়েছেন বলে কমিশনকে অবহিত করেন। সকাল সোয়া ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাবন্দি দুই শিক্ষককে প্রিজন ভ্যানে (ঢাকা-মেট্রো-অ-১১-১৬২১) করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কমিশনের আকরাইল কার্যালয়ে আনা হয়। সাড়ে ১০টায় শিক্ষকদের সাক্ষ্য (২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

## ঢাবি'র শিক্ষক সমিতি

(প্রথম পৃঃ পর)

গ্রহণ শুরু হয়। সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৌনে ১টা পর্যন্ত অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের সাক্ষ্য নেয়া হয়। সোয়া তিনটা পর্যন্ত কমিশন প্রধান অধ্যাপক সদরুল আমিনের সাক্ষ্য নেন। সাক্ষ্য চলাকালীন সময় অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী অধ্যাপক অয়েশা আক্তার, ছেলে সানজীব হোসেন উপস্থিত ছিলেন। তবে অধ্যাপক ড. সদরুল আমিনের পরিবারের পক্ষে কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

প্রিজন ভ্যানে উঠার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষকরা বলেন, আমাদের বলার কিছু নেই। ডিআইজি প্রিজন শামসুল হুদাদার ছিদ্দিকী বলেন, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনকে আমরা কোর্ট হিসাবে গণ্য করেছি। সকাল পৌনে ১০টায় পুলিশ প্রহরায় শিক্ষকদের সাক্ষ্য দিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে কমিশন প্রধান অবো বলেন, আদালত কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনায় নিতেও পারে আবার নাও নিতে পারে। অভিযুক্তদের বিষয়ে কমিশনের শাস্তি দেয়ার কোন সুযোগ নেই। তবে কমিশন নিজস্বভাবে কার্যক্রম চালাবে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম মাঠে ছাত্র ও সেনা সদস্যদের মধ্যে সৃষ্ট অপ্রীতিকর ঘটনার সময় অধ্যাপক হোসেন উপস্থিত ছিলেন না ঘটনার দিনে আহত ছাত্রদের দেখতে রাতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত শিক্ষক সমিতির কর্মসূচি অধ্যাপক অনোয়ার ও অধ্যাপক আমিনের একক কোন কর্মসূচি ছিল না বলে কমিশনকে জানান।

এদিকে, তদন্ত কমিশনে আজ সকলে কারাবন্দি অপর দুই শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদ এবং ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক সাক্ষ্য দিবেন। এছাড়াও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি আজিজুল বারী হেলালের সাক্ষ্য নেয়া হবে।